

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
ঢাকা পয়ঃব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএসআইপি)

পরিবেশগত, পুনর্বাসন এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিবেদনের

সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

ঢাকা শহরের বিদ্যমান পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ঢাকা পয়ঃব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএসআইপি) নামে একটি প্রস্তাবিত প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের নিম্নোক্ত চারটি কম্পোনেন্ট বা অংশ রয়েছে:

- **কম্পোনেন্ট-১:** পয়ঃব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা; যার লক্ষ্য হচ্ছে ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা) কে দীর্ঘস্থায়ী পয়ঃব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান করার জন্য শক্তিশালী করা।
- **কম্পোনেন্ট-২:** পয়ঃ বর্জ্য এবং বর্জ্য পানি পরিশোধন; যা বর্তমান নারায়নগঞ্জের পাগলায় স্থাপিত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট (এসটিপি) ও বর্জ্য পানি পরিশোধনের জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থার পুনস্থাপন, পুনর্বাসন বা পুনর্নির্মাণ ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক উন্নয়ন করার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা।
- **কম্পোনেন্ট-৩:** নেটওয়ার্কবিহীন পয়ঃব্যবস্থা; পাগলা পয়ঃনিষ্কাশন পরিশোধন প্ল্যান্ট এর আওতায় পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক বা লাইনবিহীন এলাকাগুলোতে, যেখানে পয়ঃপ্রণালী স্থাপন সম্ভব নয় সে সব নেটওয়ার্কবিহীন এলাকার পয়ঃব্যবস্থাপনা সেবার উন্নয়নের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা।
- **কম্পোনেন্ট-৪:** প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনা সহযোগিতা; যা একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঢাকা ওয়াসা কে সহযোগিতা প্রদান করবে, যাতে কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি প্রস্তুত এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব নিরূপন

এই প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টগুলো স্থাপন বা নির্মাণ কাজের কিছু সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব রয়েছে যা শুধুমাত্র কম্পোনেন্ট-২ এবং কম্পোনেন্ট-৩ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা পাগলা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট নেটওয়ার্ক এলাকার পয়ঃব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়নে নিম্নের উপ-অংশ বা উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে:

- আধুনিক পরিশোধন প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিদিন ২০ কোটি লিটার বর্জ্যপানি পরিশোধনের ক্ষমতা সম্পন্ন (উপ-প্রকল্প-১, উপ-অংশ-২.১) প্ল্যান্ট দ্বারা পাগলার পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (এসটিপি) কে প্রতিস্থাপন করা।
- প্রায় ১২ কি.মি. দীর্ঘ ইস্টার্ন বা পূর্বাঞ্চল ট্রান্স মেইন এবং এর সাথে সংযুক্ত পয়ঃবর্জ্য লিফ্ট স্টেশন বা পয়ঃবর্জ্য উত্তোলন স্টেশনগুলোর (সাব-প্রজেক্ট ২ বা সাব-কম্পোনেন্ট ২.২) পুনর্নির্মান এবং প্রতিস্থাপন করা।
- প্রায় ৭ কি.মি.দীর্ঘ ওয়েস্টার্ন ট্রান্স মেইন এবং এর সাথে সংযুক্ত পয়ঃবর্জ্য উত্তোলন স্টেশন (সাব-প্রজেক্ট ৩ বা সাব-কম্পোনেন্ট ২.৩) পুনর্নির্মান এবং প্রতিস্থাপন।
- পাগলা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট-এর আওতাধীন প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার পয়ঃনিষ্কাশন লাইন পুনর্বাসন, প্রতিস্থাপন এবং নতুন ভাবে নির্মাণ করে এই লাইনের সঙ্গে নতুন পয়ঃনিষ্কাশন লাইন যুক্ত করা (উপ-প্রকল্প ৪ বা সাব-কম্পোনেন্ট ২.৪)।
- দুর্গম বা অগম্য এলাকায়, যা পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্কের আওতায় আনা সম্ভব নয় (সাব-প্রজেক্ট-৫ বা সাব-কম্পোনেন্ট ৩.১), প্রায় ১০ (দশ) টি বিকেন্দ্রীভূত বর্জ্যপানি পরিশোধন ব্যবস্থার কাঠামো নির্মাণ করা।
- পয়ঃনিষ্কাশন লাইনবিহীন এলাকাগুলোর বাড়ী ঘরের পয়ঃবর্জ্য (সেপ্টেজ) পরিশোধনের জন্য পয়ঃবর্জ্য (সেপ্টেজ) পরিশোধন প্ল্যান্ট নির্মাণ করা (উপ- প্রকল্প-৬ বা সাব-কম্পোনেন্ট ৩.২)।
- পয়ঃনিষ্কাশন লাইনবিহীন এলাকায় (উপ-প্রকল্প-৭ বা সাব-কম্পোনেন্ট ৩.৩) সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রায় ১০ (দশ) টি কমিউনিটি সেপটিক ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা।

উপ-প্রকল্প ১, ২ ও ৩ (সাব-কম্পোনেন্ট ২.১, ২.২ এবং ২.৩) এর জন্য পৃথক একটি পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব নিরূপন (ইএসআইএ) প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং আলাদা ভাবে উপস্থান করা হয়েছে। আর অবশিষ্ট সাব-প্রজেক্ট ৪, ৫, ৬ এবং ৭ (সাব-কম্পোনেন্ট ২.৪, ৩.১ ৩.২ এবং ৩.৩) এর জন্য, যেহেতু প্রকল্পের সঠিক অবস্থান, অ্যালাইনমেন্ট নকশা (ডিজাইন) এবং প্রযুক্তি সমূহ এখনও চিহ্নিত করা হয়নি, সেহেতু এ উপ-প্রকল্প সমূহের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব নিরূপন এখন পর্যন্ত এই ইআরএসএমএফ (পরিবেশগত, পুনর্বাসন এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো)-এর আলোকেই সম্পন্ন করতে হবে।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশগত, পুনর্বাসন এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো বা ইআরএসএমএফ প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে:

প্রথমত: প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলোর ডিজাইন (নকশা) এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সকল পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো ডিজাইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা; দ্বিতীয়ত: ঢাকা ওয়াসা এবং বিশ্বব্যাংকের চাহিদা ও নীতিমালা অনুসারে প্রকল্পের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা; তৃতীয়ত: বিভিন্ন উপ-প্রকল্পগুলো পরীক্ষা বা নির্বাচন করা এবং প্রকল্প গুলোর প্রভাবের ব্যাপকতা বা বিরূপতা নিরূপনের ক্ষেত্রে এ গুলোর জন্য কোন্ স্তরের প্রভাব-নিরূপন করা দরকার তা সনাক্ত করা। বিভিন্ন উপ-প্রকল্প সমূহ (ইএসআইএ,

ইআরএসএমপি ও আরপি...) প্রণয়নে প্রায়োগিক পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করা যা প্রকল্পের রক্ষাকবজ বা উপযুক্ত নিরাপত্তা উপকরণ হিসেবে পরিগনিত হবে।

নীতিমালা ও আইনগত কাঠামো

বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষায় পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-ই হচ্ছে আইনের মূল ভিত্তি। এই আইন অনুসারে পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ইসিআর) ১৯৯৭ (সংশোধিত ২০১৭) প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করাটা বাধ্যতামূলক। ইসিআর ২০১৭ অনুসারে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য প্রকল্পকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থা বা স্যুয়ারেজ সুবিধার উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রকল্পটি সাধারণভাবে "লাল" শ্রেণীতেই পড়বে।

বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ সুরক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী- পরিবেশগত সমীক্ষা (ওপি/বিপি ৪.০১), ভৌত ও সাংস্কৃতিক সম্পদ (ওপি ৪.১১) এবং অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন (ওপি/বিপি ৪.১২) ইত্যাদি নীতিসমূহ এ প্রকল্পে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে, যেহেতু প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের "এ" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত অবস্থান

পাগলা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্টটি ঢাকা মহানগরীর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত যা রমনা, খিলগাঁও, সবুজবাগ, মতিঝিল, লালবাগ, কোতয়ালী, সুত্রাপুর, ডেমরা এবং শ্যামপুর এই নয়টি ঢাকা নগর সংলগ্ন এলাকা (আরবান সেন্টার) নিয়ে গঠিত। এই নয়টি আরবান সেন্টারের লোক সংখ্যা প্রায় ৩২ লক্ষ। প্রকল্প এলাকাটি পুরান ঢাকার অংশ এবং বাণিজ্যিক ও আবাসিক স্থাপনা সমূহের সংমিশ্রণে গঠিত একটি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত। এলাকার রাস্তা গুলো খুব সংকীর্ণ ও ঘিষিও এবং পুরানো বহুতলা বিশিষ্ট স্বল্প এবং মাঝারি আকৃতির এপার্টমেন্ট-বিল্ডিং অপরিবর্তিতভাবে নগর পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে উঠেছে এ এলাকাটি। ট্রাফিক সমস্যা বা তীব্র যানজটই হচ্ছে এই এলাকার অন্যতম প্রধান সমস্যা।

পাগলা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্টটি ঢাকা মহানগরীর একমাত্র বর্জ্যপানি পরিশোধন প্ল্যান্ট। অপরিষ্কৃত রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভেঙুর পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক ও পাম্পিং স্টেশনের কারণে এই প্ল্যান্টটি যথাযথভাবে কাজ করছে না। পয়ঃনিষ্কাশন লাইনবিহীন এলাকাগুলোতে যথাযথ স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাবে নোংরা পানি পাইপের উপরের ছিদ্র দিয়ে গড়িয়ে পড়ে চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়ায় যা জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। পয়ঃবর্জ্য বা নোংরা পানি দ্বারা ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিভাগের পানি উভয়ই দূষিত হচ্ছে। পাগলা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট থেকে নির্গত অপরিষ্কৃত ময়লা পানি দ্বারা বুড়িগঙ্গা নদী মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে যার ফলে বুড়িগঙ্গা নদীর অক্সিজেনের মাত্রা বর্তমান শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকেছে।

প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব এবং প্রারম্ভিক ঝুঁকি নিরূপণ

প্রকল্পটি পরিবেশগত উন্নয়ন প্রকল্প হিসাবে বিবেচনা করা যায় কারণ প্রকল্পটির মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে ঢাকা নগরীর বর্তমান পয়ঃব্যবস্থা উন্নয়নের কারণে পুরান ঢাকার নাগরিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর সার্বিকভাবে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এই প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলাকালে প্রকল্পটির নিম্নরূপ সম্ভাব্য প্রভাব ও ঝুঁকির উদ্ভব হতে পারে:

- ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসনের সমস্যা।
- তৈলাক্ত কাদা-মাটি বা স্ল্যাজ, দূষিত মাটি, তলানীবর্জ্য বা ডেব্রি, স্পয়েল বা পঁচাদ্রব্য এবং কঠিন বর্জ্য উৎপাদন হতে পারে।
- ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ও সংকীর্ণ রাস্তাঘাটের কারণে ট্রাফিক সমস্যা এবং অন্যান্য নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কারণে জনসাধারণের চলাচলে বাধার সৃষ্টি হতে পারে।
- নির্মাণ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের জন্য মাটি ও পানি দূষিত হতে পারে।
- অপরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য পানির দুর্গন্ধ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়তে পারে।
- নির্মাণ কর্মকাণ্ড এবং শ্রমিক প্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে নাগরিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়তে পারে।
- পরিশোধন কার্যক্রম চলাকালে অপসারিত বা উদ্ভূত কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থসমূহ পরিবেশকে দূষিত করতে পারে।

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপন এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা/সংশ্লিষ্ট পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন

বিশ্বব্যাংক এবং ঢাকা ওয়াশিংটন চাহিদা অনুসারে এবং প্রস্তাবিত সাব-কম্পোনেন্ট এর ক্ষেত্রে ইএসআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করার জন্য যে পদ্ধতি ধাপে ধাপে অনুসরণ করতে হবে তা এই প্রতিবেদনে বিষদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরিবেশ, পুনর্বাসন ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইআরএসএমপি) নির্দেশনা, পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যবহারবিধি এবং পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো (আরপিএফ) প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা ইআরএসএমএফ-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো (আরপিএফ) পুনর্বাসন পরিকল্পনা (আরপি) এবং সংশ্লিষ্ট পুনর্বাসন পরিকল্পনা (এআরপি) প্রণয়নের জন্য সুপ্ত প্রভাব চিহ্নিতকরণ এবং প্রভাব প্রশমন নিয়ামকের মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের জন্য সকল ক্ষতিপূরণ প্রদানের এনটাইটেলমেন্ট মেট্রিক্স এই প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্প সমূহের নির্মাণ কাজ শুরু করার পূর্বে ইএসআইএ এবং আরপি/এআরপি প্রতিবেদন সমূহ জনগণের সঙ্গে অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ ও আলোচনা করতে হবে এবং পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রের জন্য জমা দিতে হবে। প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাবার পর প্রতিবেদন সমূহ জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রভাব প্রশমন নিয়ামকসমূহ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের পর সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্প সমূহের নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ঢাকা ওয়াশিংটন একটি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট বা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করবে। ঢাকা ওয়াশিংটন একটি বিদ্যমান সামাজিক, পরিবেশগত এবং যোগাযোগের ডিভিশন বা শাখা রয়েছে যেখানে কয়েকজন পরিবেশ এবং সামাজিক কর্মী বা কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন, কিন্তু প্রকল্প পরিচালনার জন্য পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি মোকাবেলা করার মত সক্ষমতা তাদের অপ্রতুল। প্রকল্পটিসহ ইআরএসএমএফ বাস্তবায়নের সার্বিক তদারকির জন্য পিএমইউ বা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট পরিবেশগত এবং সামাজিক

ব্যবস্থাপনার সক্ষমতাসহ দুই জন কর্মকর্তা নিয়োগ করবে। বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের ইএসআইএ পরিচালনা করার জন্য পিএমইউ পরামর্শক নিয়োগ করবে। ইআরএসএমপি/আরএপি তদারকি ও বাস্তবায়ন করার জন্য সুপারভিশন কনসালটেন্ট এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ থাকতে হবে। ইআরএসএমপি এবং আরএপি/এআরপি প্রস্তুত করা ও বাস্তবায়নের জন্য যথাক্রমে ১০ লক্ষ এবং ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ১০ হাজার মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি এবং নির্মাণ শ্রমিকদের সমস্যা নিরসনকল্পে দুটি পৃথক অভিযোগ প্রতিকার কাঠামো (জিআরএম) প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরামর্শমূলক আলোচনা এবং উন্মুক্তকরণ

পরিবেশগত, পুনর্বাসন এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইআরএসএমএফ) প্রণয়ন কালে প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণ ও সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের মতামত এবং পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা ওয়াশা এবং বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইটে এই ইআরএসএমএফ প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ এবং এনটাইটেলমেন্ট মেট্রিক্স বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হবে। এই প্রতিবেদন সমূহের প্রকাশিত কপি জনগণকে দেখানোর জন্য ঢাকা ওয়াসার জোনাল (আঞ্চলিক) অফিসে রাখতে হবে। প্রস্তাবিত সাব-কম্পোনেন্ট-এর ইএসআইএ এবং আরপি/এআরপি প্রতিবেদন সমূহ ঢাকা ওয়াশা এবং বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং স্থানীয় জনগণকে প্রদর্শন বা দেখানোর জন্য ঢাকা ওয়াসার জোনাল বা স্থানীয় অফিসে ছাপানো কপি সংরক্ষিত রাখা হবে।

এনটাইটলমেন্ট ম্যাট্রিক্স (Entitlement Matrix)

১. বাণিজ্যিক ও অন্যান্য ভূমির ক্ষতি

মালিকানার ধরণ	এনটাইটল ব্যক্তি	এনটাইটলমেন্ট	দায়িত্ব
ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি	জেলা প্রশাসক বা কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত ভূমির বৈধ মালিক	আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণ প্রদান বা রেজিস্ট্রেশন খরচসহ প্রতিস্থাপন খরচ, যেটি তুলনামূলকভাবে বেশি। যদি প্রযোজ্য হয়: <ul style="list-style-type: none"> আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণ যদি মূল্যের চেয়ে কম হয়, তাহলে প্রতিস্থাপন পার্থক্যের পরিমাণ (টপ-আপ)। আয় হ্রাসের জন্য আপতকালীন ভাতা বা ট্রানজিশন এ্যালাউন্স প্রদান (নিম্নের ক্ষতির শ্রেণী ৫ দেখা যেতে পারে) 	<ul style="list-style-type: none"> জেলা প্রশাসক কর্তৃক আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণ প্রদান ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক প্রদত্ত টপ-আপ এবং টিএ
সরকারী ভূমি এবং ঢাকা ওয়াসার ইজারাধীন ভূমি	ইজারাদারগণ	<ul style="list-style-type: none"> জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত সরকারী সংস্থাগুলোর সাথে চুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং/অথবা ঢাকা ওয়াসার সাথে চুক্তির বাধ্যবাধকতা 	জেলা প্রশাসক বা ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক প্রদানকৃত

২. বসতবাড়ির ভূমির ক্ষতি

ধরণ/জায়গা	এনটাইটল ব্যক্তি	এনটাইটলমেন্ট	দায়িত্ব
ব্যক্তি মালিকানাধীন বসতবাড়ি	জেলা প্রশাসক বা কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত বৈধ ভূমির মালিক	বাণিজ্যিক ও অন্যান্য ভূমির ক্ষেত্রে আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণ এবং টপ-আপ প্রযোজ্য: <ul style="list-style-type: none"> বাড়ীর মালিকগণ ভূমির উন্নয়নসহ নিজেদের জন্য বসতভূমি পছন্দ করতে পারে অথবা ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক সরকারী ভূমিতে তাদের জন্য বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করতে পারে। 	ঢাকা ওয়াসা

		<ul style="list-style-type: none"> পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদির পুনঃস্থাপন। 	
সরকারী ভূমিতে বসতবাড়ি	ঝুঁকিপূর্ণ আইনি অধিকার বিহীন ব্যক্তিগণ	<ul style="list-style-type: none"> ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক সরকারি ভূমিতে উন্নত প্লট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান। 	ঢাকা ওয়াসা

৩. বসবাস, ব্যবসা বাণিজ্য এবং অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত বাড়ীঘর/কাঠামোর ক্ষতি পূরণ প্রদান

ধরণ/ অবস্থান	এনটাইটল ব্যক্তি	এনটাইটলমেন্ট	দায়িত্ব
অধিগ্রহণকৃত ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতে বিদ্যমান সকল বাড়ীঘর এবং কাঠামো	জেলা প্রশাসক বা কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত ভূমির বৈধ মালিক	<p>ক্ষতিপূরণ আইনের অধীনে বা প্রতিস্থাপন খরচ, যেটি পরিমানে বড়।</p> <ul style="list-style-type: none"> ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ীঘরের প্রতিস্থাপন খরচের এক অষ্টমাংশ, বাড়ীঘরের মালামাল বহন বাবদ ক্ষতিপূরণ দেয়া যাবে। ঘর ভাঙ্গার পরে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য মালামাল রাখার অনুমতি প্রদান করা। 	আইনের আওতায় জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক স্থানান্তর করণের প্রদেয় খরচ।
অধিগ্রহণকৃত সরকারী জমিতে স্থানান্তরযোগ্য এবং স্থানান্তরের অযোগ্য কাঠামো	ঝুঁকিপূর্ণ অ-তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণ	<ul style="list-style-type: none"> স্থানান্তরযোগ্য কাঠামোসমূহ: প্রতি বর্গফুট ৫০ টাকা হারে সর্বনিম্ন ৫০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৮০০০ টাকা বাড়ী স্থানান্তর ও বাড়ী নির্মাণ বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাবে। স্থানান্তর অযোগ্য কাঠামোসমূহ: প্রতি বর্গফুট ৭০ টাকা হারে এইচ.টি.জি সর্বনিম্ন ৮,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা বাড়ী নির্মাণ বাবদ ক্ষতি পূরণ প্রদান করা। ঘর ভাঙ্গার পরে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য মালামাল রাখার অনুমতি প্রদান করা। 	ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বাড়ী স্থানান্তর এবং বাড়ী নির্মাণ বাবদ প্রদেয় খরচ।

৪. অধিগ্রহণকৃত বেসরকারী ভূমি এবং সরকারী ভূমির গাছ-পালার ক্ষতিপূরণ

অবস্থান	এনটাইটল ব্যক্তি	এনটাইটলমেন্ট	দায়িত্ব
বেসরকারী ভূমি	জেলা প্রশাসক বা কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত ভূমির বৈধ মালিক	<ul style="list-style-type: none"> আকার, এবং পরিপক্বতার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর গাছ-পালার বর্তমান বাজার মূল্য। গাছের ফলের বর্তমান বাজার মূল্য, যদি এটি ফসল তোলার আগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মালিকদের গাছ কাটা এবং গাছগুলো তাদের কাছে রাখার অনুমতি দেয়া। 	আইনের আওতায় জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ (টপ-আপ সহ)
সরকারী ভূমি	আইনি অধিকার বিহীন ব্যক্তিগণ	উপরোল্লিখিত শর্তাবলী গাছ ও ফল-ফলাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	ঢাকা ওয়াসা

৫. ব্যবসা, কর্মসংস্থান এবং ভাড়া থেকে প্রাপ্ত আয়ের ক্ষতি

ক্ষতির ধরণ	এনটাইটল ব্যক্তি	এনটাইটলমেন্ট	দায়িত্ব
ব্যবসা: <ul style="list-style-type: none"> বর্তমান জায়গার ব্যবসা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেলে ব্যবসা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে 	ব্যবসার মালিকগণ (ভূমির মালিক ও ভাড়াটিয়াগণ)	নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে কয়দিন সময় লাগবে এবং ব্যবসা বন্ধ থাকবে এ দুটোর মধ্যে নূন্যতম সময় ধরে দৈনিক প্রকৃত আয়ের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।	ঢাকা ওয়াসা
<ul style="list-style-type: none"> বর্তমান জায়গা থেকে যে সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অপসারণ আবশ্যিক 	ব্যবসার মালিকগণ (ভূমির মালিক ও ভাড়াটিয়াগণ)	ব্যক্তিগত ব্যবসা পুনরায় চালু করতে বা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে যে কয়দিন সময় লাগবে এ দুটোর মধ্যে নূন্যতম সময় ধরে উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে ক্ষতি পূরণ প্রদান করা হবে।	ঢাকা ওয়াসা
	ব্যবসার মালিকগণ (ভূমির মালিক ও ভাড়াটিয়াগণ)	<ul style="list-style-type: none"> ক্ষতিপূরণ দেয়ার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের মধ্যেই ব্যক্তিগত ব্যবসা পুনরায় শুরু করার জন্য উপরোক্ত পদ্ধতিতে নিরূপিত ক্ষতিপূরণ ও সরকারী ভূমি প্রদান। ক্ষতিপূরণ দেয়ার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ 	ঢাকা ওয়াসা

		৯০ দিনের মধ্যেই ব্যবসার মালিক ব্যবসার বিকল্প জায়গা খুঁজে নিবে এবং উপরোক্ত পদ্ধতিতে নিরূপিত ক্ষতিপূরণ পাবে।	
কর্মসংস্থান বা চাকুরী থেকে আয় কমে যাওয়া	ব্যবসায় নিয়োজিত কর্মচারী	বর্তমান দৈনিক মজুরির হারে ব্যবসা পুনরায় শুরু করার জন্য সর্বোচ্চ ৩০ দিনের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।	ঢাকা ওয়াসা
ভাড়া দেয়া জায়গা/দোকান থেকে আয় কমে যাওয়া	বৈধ মালিকগণ	বর্তমান হারে জায়গার/দোকানের মালিককে তিন মাসের ভাড়া দেয়া হবে।	ঢাকা ওয়াসা

৬. অপ্রত্যাশিত ক্ষতি

ক্ষতির ধরণ	এনটাইটল ব্যক্তি	এনটাইটলমেন্ট	দায়িত্ব
উপ-প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের সময় সনাক্ত করতে হবে।	যা আগে থেকে চিহ্নিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে হবে।	বিশ্ব ব্যাংক এবং স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে নির্ধারণ করা হবে।	ঢাকা ওয়াসা